Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

ইনকিলাব

জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে ডাকসু নির্বাচনের সম্ভাব্য সময় জানাল প্রশাসন

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ ও নির্বাচনের রোডম্যাপ তৈরির জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী, আগামী বছরের জানুয়ারির শেষে কিংবা ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে হতে পারে ডাকসু নির্বাচন।

গতকাল রোববার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অফিসে এক সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানান প্রক্টর অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ড. সাইফুদ্দিন আহমেদ।

এর ফলে ৪ বছর অচলায়তন ভেঙে শিগগিরই সচল হতে যাচ্ছে ডাকসু। এ ঘোষণার পর শিক্ষার্থীদের মাঝে বিরাজ করছে উচ্ছ্বাস। এর আগে দীর্ঘ ২৮ বছরের বন্ধ্যাত্ব ঘুচে ২০১৯ সালের ১১ মার্চ ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ২০২০ সালের মার্চেই তার মেয়াদ শেষ হয়। পরে মেয়াদ শেষে দীর্ঘ ৪ বছর ধরে নতুন নির্বাচনের জন্য মুখিয়ে আছে শিক্ষার্থীরা। অবশেষে শিক্ষার্থীদের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

এদিকে, গত ৫ আগস্টের পট পরিবর্তনের পর বিভিন্ন ক্রিয়াশীল ছাত্রসংগঠনের পক্ষ থেকে ডাকসু ফের চালুর দাবি জানানো হয়। এ নিয়ে ক্যাম্পাসে কর্মসূচিও পালন করা হয়েছে। সর্বশেষ গত বুধবার ক্রিয়াশীল ছাত্রসংগঠনের সঙ্গে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মতবিনিময় সভায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসংসদ নির্বাচন নিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছান নেতারা। এতে ২০২৫ সালের জানুয়ারির শেষে কিংবা ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে সারা দেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসংসদ নির্বাচনে ঐক্যে পৌঁছেছে বলে ছাত্রসংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল।

ছাত্রসংসদ নির্বাচনের কথা জানিয়ে এসময় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, আজকের সভায় আমরা একমত হয়েছি, জানুয়ারি অথবা ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে ডাকসুসহ সারা দেশে ছাত্র সংসদ শুরু হয়ে যাক। কারণ মার্চ মাসে রোজা।

ঢাবি প্রক্টর সাইফুদ্দিন আহমেদ বলেন, আমাদের পরিকল্পনা আছে জানুয়ারির শেষে কিংবা ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে নির্বাচন দিয়ে দেওয়ার। ডাকসু হলে শিক্ষার্থীদের বৈধ প্রতিনিধিরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সাথে বসতে পারেন। আলোচনা করতে পারেন। আমরাও চাই সেটি। তিনি আরও বলেন, শিক্ষার্থীরা ডাকসুর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রশাসনিক কার্যক্রমেও ভূমিকা রাখতে পারেন।

তাছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) ছাত্ররাজনীতির প্রকৃতি কেমন হবে তা নিয়েও কাজ করছে এ কমিটি বলে জানান প্রক্টর। তিনি বলেন, কমিটির সদস্যরা বিভিন্ন মহলের সাথে বসে তাদের পরামর্শ ও দাবি শুনছেন। সে আলোকে আগামী ১০ ডিসেম্বর ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করবেন এই কমিটি।

ইত্তেফাক

জানুয়ারিতে ডাকসু নির্বাচনের কথা ভাবছে ঢাবি প্রশাসন

■ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

২০২৫ সালের জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের কথা ভাবছে ঢাবি প্রশাসন। গতকাল রবিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অফিসে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে প্রক্টর সাইফুদ্দীন আহমেদ এ কথা জানান।

তিনি বলেন, আমরা দ্রুত ডাকসু নির্বাচন দিতে চাই। কারণ আমাদের অনেক কারণে শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধি প্রয়োজন হয়। শিক্ষার্থীরাও যেন তাদের প্রতিনিধি নিয়ে আমাদের কাছে আসতে পারে। ডাকসু একমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক প্ল্যাটফরম, যেখানে ছাত্রদের বৈধ প্রতিনিধি থাকে। তারা প্রশাসনের বিভিন্ন বডিতেও থাকেন।

সাইফুদ্দীন আহমেদ বলেন, আমরা জানুয়ারির শেষ সপ্তাহ বা ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝির কথা ভাবছি। সময়টি মাথায় না থাকলে আমরা কোন কাজ কতদিনে গোছাব, তা ঠিক করতে পারব না।

তিনি আরো বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি চর্চার ধরন কেমন হবে তা—নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতি অবসরপ্রাপ্ত মো. আব্দুল মতিনকে আহ্বায়ক করে একটি কমিটি কাজ করছে। ডাকসু নির্বাচনও তাদের ম্যান্ডেটের মধ্যে আছে। এখানে একটা আরেকটার সঙ্গে জড়িত। সে কারণে আমরা তাদের দ্রুত কাজ করতে বলেছি।

সাইফুদ্দীন আহমেদ বলেন, ওনারা শিক্ষার্থী, ছাত্র সংগঠনের নেতা, টিএসসিভিত্তিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং সাংবাদিকদের সঙ্গে বসবেন। বিভিন্ন পর্যায়ের অংশীজনদের সঙ্গে বসে তারা আমাদের একটি পথ-নির্দেশনা দেবেন। সেসব নিয়ে আমরা ডাকসুর বিষয়টি চূড়ান্ত করব।

প্রক্টর বলেন, ডাকসুর বিষয়ে অনেক মতামতও এসেছে। গঠনতন্ত্র নিয়ে অনেক মতামত এসেছে। উপাচার্য এর প্রধান হিসেবে থাকতে পারবেন কি না, দলীয় প্যানেল ব্যবহার করতে পারবেন কি না— এভাবে অনেকগুলো ব্যাপার আলোচনায় আছে। আমরা চাই, এগুলো এ কমিটির কাছেও আসুক। আমরা আমাদের ভাবনাটাকে সে কারণে স্পষ্ট করেছি, যেন প্রস্তুতিটা নেওয়া যায়।

এর আগে গত বুধবার (৪ ডিসেম্বর) বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকা এক বৈঠকে জানুয়ারির শেষ সপ্তাহ অথবা ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে ছাত্র সংসদ নির্বাচন চেয়ে ঐকমত্যে পৌঁছায় ক্রিয়াশীল একাধিক ছাত্রসংগঠন। ছাত্রদল এ বৈঠকে অংশ নেয়নি।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

২৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩১

DU in Media

09 December 2024

নয়া দিগন্ত

ডাকসু নির্বাচনের সম্ভাব্য সময় জানালেন ঢাবি প্রক্টর

ঢাবি প্রতিনিধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) নির্বাচন ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাসের শেষে অথবা ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি হতে পারে বলে জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দিন আহমেদ।

গতকাল রোববার বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অফিসে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানান তিনি। এ সময় নির্বাচনের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ ও রোডম্যাপ তৈরির জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কর্তৃক একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের ব্যাপারেও জানান প্রক্টর।

সংবাদ সম্মেলনে ঢাবি প্রক্টর সাইফুদ্দিন আহমেদ বলেন, ডাকসু নির্বাচন জরুরি বিষয়। আমাদের এ নির্বাচন নিয়ে কয়েকটি সিদ্ধান্ত নিয়েছি। শিক্ষার্থীদের মতামত জানতে আমাদের অনেক বেগ পেতে হয়। ডাকসু নির্বাচনটি হয়ে গেলে প্রশাসন ও শিক্ষার্থীদের মধ্যকার দূরত্ব ঘুচে যাবে। তাদের চাহিদা অনুযায়ী আমরা এগোতে পারব। জানুয়ারির শেষে কিংবা ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে ডাকসু নির্বাচন আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের। শিক্ষার্থীরা ডাকসুর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রশাসনিক কার্যক্রমেও ভূমিকা রাখতে পারবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

তিনি আরো বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররাজনীতির প্রকৃতি কেমন হবে তা নিয়েও কাজ করছে প্রশাসনের নবগঠিত কমিটি। কমিটির সদস্যরা বিভিন্ন মহলের সাথে বসে তাদের পরামর্শ ও দাবি শুনছেন। সে আলোকে আগামী ১০ ডিসেম্বর ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করবেন প্রশাসনের নবগঠিত এই কমিটি। এ ছাড়াও নির্বাচনকালীন শিক্ষার্থীদের সর্বোচ্চ নিরাপত্তার বিষয়টি প্রশাসন থেকে নিশ্চিত করা হবে বলে জানান তিনি।

এ দিকে গত ৫ আগস্টের পট পরিবর্তনের পর বিভিন্ন ৪র্থ পৃ: ১-এর কলামে

ডাকসু নির্বাচনের সম্ভাব্য

৩য় পৃষ্ঠার পর

ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে ডাকসু ফের চালুর দাবি জানানো হয়। এ নিয়ে শিক্ষার্থী, ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। সর্বশেষ গত বুধবার (৪ ডিসেম্বর) ছাত্র সংগঠনগুলোর সাথে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মতবিনিময় সভায় দেশের সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসংসদ নির্বাচন নিয়ে সিদ্ধান্ত হয়। এতে বলা নির্বাচনের ব্যাপারে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, আমরা একমত হয়েছি, জানুয়ারি অথবা ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে ডাকসুসহ সারা দেশের ছাত্র সংসদ নির্বাচন শুরু হয়ে যাক। কারণ শিক্ষার্থীরা তাদের নির্বাচিত বৈধ প্রতিনিধিদের দিয়েই যৌক্তিক দাবি প্রশাসনের নিকট জানাতে পারবেন।

গত চার বছর অচল থাকার পর ২০২৫ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে সচল হতে যাচ্ছে ডাকসু। এর আগে

যুগান্তর

জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারিতে হতে পারে ডাকসু নির্বাচন

—প্রক্টর

ঢাবি প্রতিনিধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ ও নির্বাচনের রোডম্যাপ তৈরির জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেছে প্রশাসন। তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী আগামী বছরের জানুয়ারির শেষে কিংবা ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি হতে পারে ডাকসু নির্বাচন। রোববার প্রক্টর অফিসে সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান প্রক্টর সাইফুদ্দিন আহমেদ। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন বলেও জানান তিনি। এর ফলে ৪ বছর অচল থাকার পর ২০২৫ সালে নির্বাচনের মাধ্যমে সচল হচ্ছে ডাকসু। এর আগে দীর্ঘ ২৮ বছর পর ২০১৯ সালের মার্চে নির্বাচনের মাধ্যমে সচল হয় ডাকসু। এ কমিটির মেয়াদ শেষ হয় ২০২০ সালের মার্চে। এরপর করোনা এবং প্রশাসনের অনীহার কারণে ৪ বছর ধরে বন্ধ ছিল ডাকসুর দুয়ার।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

২৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩১

DU in Media

09 December 2024

দেশ রুপান্তর

ডাকসুর বন্ধ দুয়ার খুলছে

আমজাদ হোসেন হৃদয়

- অন্তর্বর্তী সরকারের সবুজ সংকেত
- গঠন করা হয়েছে বিশেষজ্ঞ কমিটি
- দ্রুত রোডম্যাপ দাবি শিক্ষার্থীদের
- ছাত্রদল ছাড়া অন্য ছাত্র সংগঠনগুলোর ঐক্য

টানা পাঁচ বছরের অচলাবস্থার পর অবশেষে আবারও খুলছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের দুয়ার। এই নির্বাচন আয়োজনে আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিকে সামনে রেখে পরিকল্পনা সাজাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। যারই অংশ হিসেবে ইতিমধ্যে কাজ শুরু করেছে একটি বিশেষজ্ঞ প্যানেলও। শুরু হচ্ছে বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে আলোচনা। ছাত্রদল ছাড়া অন্য ছাত্র সংগঠনগুলোও ফেব্রুয়ারির মধ্যে নির্বাচনের বিষয়ে ঐক্যে পৌঁছেছে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে ডাকসু নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণার দাবি জানিয়েছেন এসব সংগঠনের নেতারা।

দীর্ঘ ২৮ বছর অচল থাকার পর ২০১৯ সালের মার্চে নির্বাচনের মাধ্যমে সচল হয় ডাকসু। ওই কমিটির মেয়াদ শেষ হয় ২০২০ সালের মার্চে। এরপর করোনা মহামারী এবং প্রশাসনের অনীহার কারণে ৪ বছর ধরে বন্ধ ছিল ডাকসুর দুয়ার। বিভিন্ন সময় শিক্ষার্থীরা দাবি জানালেও কোনো উদ্যোগ নিতে দেখা যায়নি। গত ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর থেকেই দাবি উঠেছিল ছাত্র সংসদ নির্বাচনের। গত চার মাসে শিক্ষার্থী এবং ক্রিয়াশীল ছাত্র সংগঠনগুলো একাধিকবার বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে এ দাবি জানিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে ক্যাম্পাসে কর্মসূচিও পালন করা হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকেও এ বিষয়ে সবুজ সংকেত দেওয়া হয়েছে।

গতকাল রবিবার এক সংবাদ সম্মেলনে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দিন আহমদ জানিয়েছেন, জানুয়ারি অথবা ফেব্রুয়ারির মধ্যে ডাকসু নির্বাচন আয়োজন করার কথা ভাবছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। তিনি বলেন, 'ডাকসু নির্বাচন আমাদের জন্য খুবই জরুরি। কারণ শিক্ষার্থীদের মতামত আমাদের জানতে বেশ বেগ পেতে

পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১ >

ডাকসুর বন্ধ দুয়ার

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

হয়। ডাকসু নির্বাচন হলে এই প্রক্রিয়াটি আমাদের জন্য আরও সহজ হবে।'

অবশ্য প্রক্টর কিছু প্রতিবন্ধকতার কথাও জানান। অধ্যাপক সাইফুদ্দিন আহমদ বলেন, 'তবে এখানে বেশ কিছু সমস্যা আছে। ডাকসুর রিফরমেশনের প্রয়োজন আছে। গঠনতন্ত্র নিয়ে বেশ কিছু আপত্তি জানিয়েছে ছাত্র সংগঠনগুলো।'

এদিকে আগামী বছরের জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে কিংবা ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে সারা দেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচন ইস্যুতে ঐক্যে পৌঁছেছে ছাত্র সংগঠনগুলো। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছান সংগঠনগুলোর নেতারা।

ছাত্র সংসদ নির্বাচনের কথা জানিয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, 'ছাত্ররাজনীতি নিয়ে একটি প্রজন্মের মধ্যে ভীতি সৃষ্টি করেছিল। আমরা একমত হয়েছি, জানুয়ারি অথবা ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে ডাকসুসহ সারা দেশে ছাত্র সংসদ শুরু হয়ে যাক। কারণ মার্চে রোজা।'

তিনি বলেন, 'এর আগে ডাকসু দীর্ঘ সময় বন্ধ ছিল, এরপর ২০১৮ সালে একটি নিয়ন্ত্রিত নির্বাচন হয়েছে। সেই চর্চা থেকে বেরিয়ে এসে জাতীয় নির্বাচনের আগে জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে কিংবা ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে ছাত্র সংসদ নির্বাচনে একমত হয়েছে সব ছাত্র সংগঠন।'

এর আগে এক অনুষ্ঠানে জাতীয় নির্বাচন বা অন্য যেকোনো নির্বাচনের আগে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র সংসদ নির্বাচন হবে বলে জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলাম। তিনি বলেন, 'ছাত্রদের তাদের রাজনৈতিক অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে আমাদের সর্বপ্রথম কর্তব্য। আমি মনে করি, অন্তর্বর্তী সরকার সর্বপ্রথম বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র সংসদ নির্বাচন আয়োজন করবে, জাতীয় বা অন্য যেকোনো নির্বাচনের আগে।'

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক হাসিব আল ইসলাম দেশ রূপান্তরকে বলেন, 'দখলদারিত্ব, আধিপত্য বিস্তার ও লেজুড়বৃত্তিক ছাত্ররাজনীতির অপসংস্কৃতি নিরসনে ডাকসু হতে পারে সমাধান। পল্টন কিংবা বাদামতলির পার্টি অফিস কখনো শিক্ষার্থীদের নেতৃত্ব নির্বাচনের ম্যান্ডেট রাখে না। শিক্ষার্থীরা ভোটের মাধ্যমে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করলে শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম অনেক সহজ হবে। আর ছাত্র প্রতিনিধিরাও শিক্ষার্থীদের কাছে তাদের কার্যক্রমের জবাবদিহির ব্যাপারে দায়বদ্ধ থাকবে। নিয়মিত ছাত্র সংসদ নির্বাচন না থাকার কারণেই লেজুড়বৃত্তিক ছাত্ররাজনীতির চর্চা ক্যাম্পাসে হয়ে থাকে।'

হল সংসদ ও কেন্দ্রীয় সংসদের নির্বাচন আলাদা দুই দিনে করার আহ্বান জানিয়ে স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংসদের আহ্বায়ক জামালুদ্দীন মোহাম্মদ খালিদ দেশ রূপান্তরকে বলেন, 'এই মুহূর্তে ক্যাম্পাসের যে পরিস্থিতি, সে বিবেচনায় ডাকসু নির্বাচন অপরিহার্য হয়ে আছে। ছাত্রলীগের হাত থেকে ক্যাম্পাস মুক্ত করার পর সবচেয়ে জরুরি ছিল দ্রুত ডাকসু নির্বাচন সেরে ফেলা। কারণ ছাত্রদের কোনো নির্বাচিত অথরিটিজ (কর্তৃপক্ষ) নেই। ফলে নানান পক্ষ ছাত্রদের অথরিটির দখল নিতে মরিয়া হয়ে আছে। এতে এক ধরনের আধিপত্য বিস্তারজনিত বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে প্রশাসনের সঙ্গে ছাত্রদের বিষয়গুলো ডিল করার জন্যও নির্দিষ্ট কোনো প্রতিনিধি নেই। ফলে ফ্যাসিবাদ পরবর্তী প্রশাসনের সঙ্গে ছাত্রদের যে কমিউনিকেশন (যোগাযোগ) ও সুসম্পর্ক গড়ে ওঠার কথা ছিল এবং পজেটিভ পরিবর্তন বা সংস্কার হওয়ার কথা ছিল, সেগুলোও ঠিকঠাক হচ্ছে না।'

তিনি আরও বলেন, 'সবদিক বিবেচনায় ফেব্রুয়ারির মধ্যেই ডাকসু নির্বাচনের রোডম্যাপ এখনই ঘোষণা করতে হবে বলে দাবি করছি আমরা। পাশাপাশি সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য কিছু নীতিগত সিদ্ধান্ত বা গঠনতান্ত্রিক সংস্কার দরকার বলেও মনে করি। সেগুলো আমরা পরবর্তী মিটিংয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রশাসনের কাছে তুলে ধরব। আপাতত বলতে চাই যে, হল সংসদ ও কেন্দ্রীয় সংসদের নির্বাচন আলাদা দুই দিনে করা দরকার। নির্বাচন খোলা মাঠে অর্থাৎ সেন্ট্রাল ফিল্ডে আয়োজন করার দাবিও করছি।'

এ প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রশিবিরের সাবেক সম্পাদক এস এম ফরহাদ দেশ রূপান্তরকে বলেন, 'আমরা ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে আবেদন জানিয়েছি। আমরা বলেছি ছাত্র সংগঠনগুলোর সঙ্গে বসে গঠনতন্ত্রসহ মৌলিক সংস্কারগুলো যেন দ্রুত করে নেয়। আগামী এক-দুই মাসের মধ্যেই এটি সম্ভব। যত দ্রুত সম্ভব ডাকসু নির্বাচনের দাবি জানিয়েছি আমরা। সর্বোচ্চ আগামী দুই মাসের মধ্যে নির্বাচন দরকার। এর মধ্যে প্রয়োজনীয় সংশোধনী নিশ্চিত করতে হবে।'

তবে তাড়াহুড়ো না করে ডাকসু নির্বাচন আয়োজনে পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিশ্চিতের তাগিদ দিয়েছেন ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির। তিনি বলেন, 'আমরা ডাকসুসহ দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র সংসদ নির্বাচন চাই। তবে এই ক্ষেত্রে যৌক্তিক সময় এবং পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিশ্চিত করতে হবে। দীর্ঘ ১৫ বছরের রাজনৈতিক শূন্যতার পর একটি সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও কার্যকর নির্বাচনই শিক্ষার্থীদের প্রকৃত উপকারে আসবে। এটি ছাত্ররাজনীতিকে একটি ইতিবাচক ও গঠনমূলক ধারায় ফিরিয়ে আনতে পারে।'

ডাকসু নির্বাচনের বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়েমা হক বিদিশা দেশ রূপান্তরকে বলেন, 'আমরা ইতিমধ্যে ছাত্ররাজনীতি ও শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিষয়ে একটা কমিটি করে দিয়েছি। সে কমিটিকে ছাত্র সংসদকে প্রাধান্য দিতে বলা হয়েছে। তারা ইতিমধ্যে বসেছেন এবং বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে আলাপ শুরু করবেন। কমিটির পরামর্শ এবং অংশীজনের মতামতের ভিত্তিতে আমরা ডাকসুর তারিখ এবং আনুষঙ্গিক সবকিছু নির্ধারণ করব।'

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

২৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩১

DU in Media

09 December 2024

কালের কণ্ঠ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের জয়নুল গ্যালারিতে গতকাল সিরামিক বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সিরামিক শিল্পকর্ম প্রদর্শনী দেখছেন কয়েকজন। ছবি : কালের কণ্ঠ

জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারির মধ্যে হতে পারে ডাকসু নির্বাচন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ▷

- ঢাবির সিন্ডিকেট থেকে বাদ যাচ্ছেন পাঁচ সদস্য
- ৪ দিন বন্ধ থাকবে ঢাবি মেট্রো রেল স্টেশন
- টিএসসিতে সন্ধ্যা ৬টার পর মাইক ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসংসদ (ডাকসু) নির্বাচন আগামী বছরের জানুয়ারি অথবা ফেব্রুয়ারির মধ্যে হতে পারে বলে জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সাইফুদ্দিন আহমেদ। গতকাল রবিবার প্রক্টর অফিসে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা জানান।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরাম সিন্ডিকেটের ১৮ জন সদস্যের মধ্যে পাঁচজনকে বাদ দেওয়া হচ্ছে। আগামী সিন্ডিকেটসভায় তারা উপস্থিত থাকবেন না।

সাইফুদ্দিন আহমেদ বলেন, 'ডাকসু নির্বাচন আমাদের জন্য খুবই জরুরি, কারণ শিক্ষার্থীদের মতামত আমাদের জানতে বেশ বেগ পেতে হয়। ডাকসু নির্বাচন হলে এই প্রক্রিয়া আমাদের জন্য আরো সহজ হবে। তবে এখানে বেশ কিছু সমস্যা আছে। ডাকসুর রিফর্মেশনের প্রয়োজন আছে। তার গঠনতন্ত্র নিয়ে বেশ কিছু আপত্তি জানিয়েছে ছাত্রসংগঠনগুলো। ডাকসুতে ভিসির থাকা না থাকা নিয়েও কথা উঠছে। স্লোগান দেওয়া যাবে না, পোস্টার লাগানো যাবে না ইত্যাদি বিভিন্ন কথাবার্তা এসেছে শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকেও। তবে সব প্রতিবন্ধকতা ছাড়িয়ে জানুয়ারির শেষ এবং ফেব্রুয়ারির শুরুর দিকেই ডাকসু নির্বাচন আয়োজন করার কথা ভাবা হচ্ছে। ফেব্রুয়ারির প্রথম দিকে না হলেও ফেব্রুয়ারির মধ্যেই আয়োজন করার কথা ভাবা হচ্ছে।'

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, ১৮ জন সিন্ডিকেট সদস্যের মধ্যে ডিন, প্রভোস্ট, প্রভাষক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক ক্যাটাগরিতে নির্বাচিত সদস্যরা আর সেসব ক্যাটাগরির প্রতিনিধিত্ব করেন না বলে পরবর্তী মিটিং থেকে তারা আর আমন্ত্রণ পাবেন না।

বাদ যাওয়া পাঁচজন সদস্য হলেন সহকারী অধ্যাপক ক্যাটাগরি থেকে মুহাম্মদ শরীফুল ইসলাম, প্রভাষক ক্যাটাগরি থেকে মাহিন মুহিত, সহযোগী অধ্যাপক ক্যাটাগরি থেকে আবু মুহাম্মদ আহসান, ডিন ক্যাটাগরি থেকে আব্দুস ছামাদ এবং প্রভোস্ট ক্যাটাগরি থেকে ড. মিটিং নিয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের দীর্ঘদিনের ক্ষোভ ছিল। তাই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এটি বিজ্ঞ আইনজীবীদের বডি ল রিভিউ কমিটির কাছে পাঠাই। এই কমিটির সদস্য ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নকীব মোহাম্মদ নসরুল্লাহ, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী নাইম আহমেদ, সুপ্রিম কোর্টের ব্যারিস্টার ও অ্যাডভোকেট ইমাম হোসেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের চেয়ারম্যান আমাদের দুটি পরামর্শ দিয়েছেন।

৪ দিন বন্ধ থাকবে ঢাবি মেট্রো রেল স্টেশন : এদিকে আগামী ১৬, ২৫ ও ৩১ ডিসেম্বর ও ১ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) মেট্রো রেল স্টেশন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রক্টর। তিনি বলেন, 'স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে। সারা দেশে বাড়তি নিরাপত্তাসহ ল অ্যান্ড অর্ডার মেইনটেন্যান্সের লক্ষ্যে ওই চার দিন ঢাবি মেট্রো রেল স্টেশন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে।'

তিনি আরো বলেন, সারা দেশের জন্য এই ধরনের বাড়তি নিরাপত্তা এবং পরিবেশ সুন্দর রাখার জন্য মিটিং করা হয়েছে। সেখানে ঢাবির পরিবেশকে বাড়তি প্রায়োরিটি দেওয়া হয়েছে।

টিএসসিতে সন্ধ্যা ৬টার পর মাইক ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি) ও এর আশপাশের এলাকায় সন্ধ্যা ৬টার পর থেকে স্পিকার ও মাইক ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। গত শনিবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরের

চারুকলায় ডেলফট ব্লু সিরামিক প্রদর্শনী

ডাচ ঐতিহ্যে লোকজ বাংলার অনুষঙ্গ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলার জয়নুল গ্যালারিতে চলছে সিরামিকের তৈরি শিল্পকর্ম প্রদর্শনী। গ্যালারিজুড়ে সাজিয়ে রাখা হয়েছে সাদা ও নীল সিরামিকের সমাহার। এসব শিল্পকর্ম তৈরি করা হয়েছে নেদারল্যান্ডসের বিশ্বখ্যাত শিল্পধারা 'ডেলফট ব্লু সিরামিক'-এর আদলে। একটি কর্মশালায় অংশ নিয়ে তৈরি করা হয়েছে শিল্পকর্মগুলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃৎশিল্প বিভাগের ছাত্র-শিক্ষকদের তৈরি এসব শিল্পকর্মের প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়েছে গত শনিবার।

ডেলফট সিরামিকের জন্য বিশ্বব্যাপী খ্যাতি রয়েছে নেদারল্যান্ডসের। সাধারণত সাদা ও নীল রঙের হয় এসব সিরামিক। শিল্পের নতুন দিগন্ত ছোঁয়ার আকাঙ্ক্ষায় শিল্পীরা এই শিল্পধারাটি নিয়ে কাজ করেছেন। নেদারল্যান্ডসের ঐতিহ্যের সঙ্গে বাংলার নকশা ও চিত্রের মিশেলে নতুন মাত্রা পেয়েছে শিল্পকর্মগুলো। যৌথভাবে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে ঢাকায় নেদারল্যান্ডস দূতাবাস, আর্ট বাংলা ফাউন্ডেশন ও চারুকলার মৃৎশিল্প বিভাগ।

শিল্পকর্মগুলোর প্রায় প্রতিটিতে রয়েছে নীল রঙের স্পর্শ। সাদা রঙের শিল্পিত অবয়বের ভেতর নীল নকশার ব্যবহারে ডাচ ঐতিহ্যের সঙ্গে সংমিশ্রণ ঘটেছে লোকজ বাংলার অনুষঙ্গের। এই মিশ্রণে তৈরি হয়েছে ফুল-পাখি কিংবা লতাপাতায় আবৃত চায়ের কাপ, ফুলদানি, ভ্যানিটি ব্যাগ, মগসহ নানা তৈজসপত্র। রয়েছে টেপা পুতুলের আদলে গড়া শিল্পকর্মও। এর বাইরে শিল্পমোদীদের নজর কাড়ছে মানুষের মুখাবয়ব, হাতি, জিরাফ, দাবার ঘুঁটি, সাপ-লুডু, অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের রূপময় শিল্পকর্ম।

প্রদর্শনীটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে নেদারল্যান্ডসের রাষ্ট্রদূত আন্দ্রে কারস্টেন্স বলেন, ডেলফট ব্লু শুধু একটি সিরামিক ঐতিহ্য নয়, এটি সময় ও ভৌগোলিক সীমানা অতিক্রম করা ডাচ ঐতিহ্যের প্রতীক। প্রদর্শনীতে বাংলাদেশি শিল্পী ও

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

২৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩১

DU in Media

09 December 2024

জনকণ্ঠ

চারদিন বন্ধ থাকবে ঢাবি মেট্রোরেল স্টেশন

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বহিরাগত নিয়ন্ত্রণ ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখার স্বার্থে ৪ দিন বন্ধ থাকবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মেট্রোরেল স্টেশন। রবিবার বিকেলে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে এ কথা জানান ঢাবি প্রক্টর ও সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দিন আহমেদ। তার ভাষ্যমতে, আগামী ১৬ ডিসেম্বর, ২৫ ডিসেম্বর, ৩১ ডিসেম্বর এবং ১ জানুয়ারি ঢাবির টিএসসিতে অবস্থিত মেট্রোরেল স্টেশন বন্ধ থাকবে।

মতবিনিময়কালে সাইফুদ্দীন আহমদ বলেন, দেশের ল অ্যান্ড অর্ডার নিয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার এক সভায় আমার থাকার সুযোগ হয়েছে। সেখানে আমি প্রস্তাব করেছি যেন এই চার বিশেষ দিনে মেট্রোরেলের টিএসসি স্টেশন বন্ধ থাকে। এ সময় যোগাযোগসচিব মেট্রোরেলের ব্যবস্থাপনা পরিচালককে তাৎক্ষণিকভাবে এই চারদিন স্টেশনটি বন্ধ রাখতে বলেছেন।

The Daily Observer

DU metro station shuts on Victory Day, three other days

DU Correspondent

Dhaka University (DU) Proctor Associate Prof Saifuddin Ahmed on Sunday said that the metro rail station at the Teacher-Student Centre (TSC) on the campus will remain closed on December 16, 25, 31, and January 1 for security reasons.

He revealed the information while talking to reporters at his office in the afternoon.

"I attended a meeting with the Home Affairs Adviser regarding the country's law and order situation. At the meeting, I recommended closing the DU Metro Station for these four days to maintain the overall security of the campus. This proposal has been accepted, and the metro rail authorities will be formally notified soon," he said.

The proctor said that while the university has six entry points that can be shut down if necessary, the metro station provides unrestricted access to outsiders.

He added, "Even if we close the university's entry points, people can still enter through the metro station. Therefore, we suggested closing the station, and the recommendation has been approved."

দৈনিক বর্তমান

চার দিন বন্ধ থাকবে মেট্রোরেলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশন

স্টাফ রিপোর্টার : নিরাপত্তা ব্যবস্থার কারণে আগামী ১৬, ২৫, ৩১ ডিসেম্বর এবং ১ জানুয়ারি মেট্রোরেলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশন বন্ধ থাকবে বলে জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সাইফুদ্দিন আহমেদ। গতকাল রোববার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার সঙ্গে আমাদের আলোচনা হয়েছে এবং সারাদেশে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্যে ডিসেম্বরের ১৬, ২৫, ৩১ এবং জানুয়ারি ১ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি মেট্রো স্টেশন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

প্রক্টর আরও জানান, দেশের সার্বিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি উন্নত করার জন্য এবং পরিবেশ সুন্দর রাখার জন্য একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যার জন্য তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং উপদেষ্টাকে ধন্যবাদ জানান।

তিনি উল্লেখ করেন, ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের বিজয় দিবস, ২৫ ডিসেম্বর খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠান ক্রিসমাস, ৩১ ডিসেম্বর ইংরেজি বছরের শেষ দিন এবং ১ জানুয়ারি নতুন বছরের প্রথম দিন, এই সব বিষয় মাথায় রেখেই এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

The Bangladesh Today

DU metro station to remain closed for 4 days

DHAKA : The Dhaka University Metro Rail Station will remain closed on December 16, 25, 31, and January 1 for security reasons, said DU Proctor Professor Saifuddin Ahmed, reports UNB.

"I attended a meeting with the Home Affairs Advisor regarding the country's law and order situation. At the meeting, I recommended closing the Dhaka University Metro Station for these four days to maintain the overall security of the campus. This proposal has been accepted, and the metro rail authorities will be formally notified soon," he said at a press briefing held at the Proctor's Office on Sunday.

The proctor said that while the university has six entry points that can be shut down if necessary, the metro station provides unrestricted access to outsiders. "Even if we close the university's entry points, people can still enter through the metro station. Therefore, we suggested closing the station, and the recommendation has been approved," he said.

The metro rail authorities are expected to release an official statement soon regarding the operational changes during the specified dates.

আজকের পত্রিকা

৪ দিন বন্ধ থাকবে ঢাবির মেট্রো স্টেশন

মেট্রোরেলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশন ১৬ ডিসেম্বর, ২৫ ডিসেম্বর, ৩১ ডিসেম্বর এবং ১ জানুয়ারি বন্ধ রাখা হবে। বহিরাগত নিয়ন্ত্রণ ও ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে ঢাবি প্রশাসন। গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সাইফুদ্দীন আহমদ বলেন, 'স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার এক সভায় স্টেশনটি চার দিন বন্ধ রাখার সুপারিশ করেছি। এ বিষয়ে মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষকে আনুষ্ঠানিক চিঠি পাঠানো হবে।'

• ঢাবি প্রতিনিধি

ইত্তেফাক

চার দিন বন্ধ থাকবে মেট্রোরেলের টিএসসির স্টেশন

■ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বহিরাগত নিয়ন্ত্রণ ও ক্যাম্পাসের সার্বিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে চার দিন মেট্রোরেলের টিএসসি স্টেশন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী ১৬ ডিসেম্বর, ২৫ ডিসেম্বর, ৩১ ডিসেম্বর এবং ১ জানুয়ারি মেট্রোরেলের টিএসসি স্টেশন বন্ধ রাখা হবে। গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অফিসে সাংবাদিকদের সঙ্গে এক মতবিনিময়কালে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ।

প্রক্টর সাইফুদ্দীন আহমদ বলেন, দেশের ল অ্যান্ড অর্ডার নিয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার এক সভায় আমি উপস্থিত ছিলাম। সেখানে আমি ক্যাম্পাসের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে মেট্রোরেলের টিএসসি স্টেশন চার দিন বন্ধ রাখার জন্য সুপারিশ করেছি। এ সময় যোগাযোগ সচিব মেট্রোরেলের ব্যবস্থাপনা পরিচালককে তাৎক্ষণিকভাবে এই চার দিন স্টেশনটি বন্ধ রাখতে বলেছেন। এ বিষয়ে শিগগিরই মেট্রোরেলকে আনুষ্ঠানিকভাবে চিঠি পাঠানো হবে।

তিনি বলেন, আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

দৈনিক বর্তমান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেটিং বিভাগের ৫০বছর পূর্তি উপলক্ষে মার্কেটিং বিভাগ ও মার্কেটিং অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে 'মার্ক ভেনচার' শিরোনামে এক বিজনেস কেস কম্পিটিশন রবিবার বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের প্রফেসর ড. আব্দুল্লাহ ফারুক মাল্টিপারপাস হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এবিএম শহিদুল ইসলাম, অধ্যাপক ড. হরিপদ ভট্টাচার্য, ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. রিদওয়ানুল হক ও বিভাগীয় শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন -বর্তমান

The Country Today

On the occasion of the 50th anniversary of the Marketing Department of Dhaka University, a business case competition titled 'Mark Venture' was jointly organized by the Marketing Department and the Marketing Alumni Association at the Professor Dr. Abdullah Faruk Multipurpose Hall of the Faculty of Business Studies on Sunday. DU Treasurer Prof Dr. Mohammad Jahangir Alam Chowdhury spoke as the chief guest at the event. Among others, Chairman of the Department, Prof Dr. ABM Shahidul Islam, Prof Dr. Haripada Bhattacharya, Prof Dr. Ridwanul Haque of the Institute of Business Administration and departmental teachers and students were present

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

The Daily Sun

Shahjalal University of Science and Technology becomes champion and Dhaka University becomes runner up in ICPC Asia Dhaka Regional Contest 2024 hosted by Daffodil International University. Shish Haider Chowdhury, secretary of ICT Division, Abul Kashem Md Shirin, managing director of Dutch Bangla Bank Ltd, Muhammad Mehedi Hassan, executive director of Bangladesh Computer Council, Prof Dr M Lutfar Rahman along with the winners of the contest pose for a photograph. PHOTO: COURTESY

আজকের পত্রিকা

আজকের আয়োজন

টিএসসি, ঢাকি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে চলছে বার্ষিক নাট্যোৎসব। আজ সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা থেকে রয়েছে দুটি নাটক 'রিমান্ড' ও 'পাখি'র প্রদর্শনী। 'রিমান্ড' রচনা করেছেন শুভাশিস সিনহা, নির্দেশনা ফৌজিয়া আফরিন তিল্লু। 'পাখি'র রচয়িতা মনোজ মিত্র, নির্দেশনা শান্তা আক্তার।